আধুনিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের ছবি কীভাবে 'ডাইনিং টেবিল' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে, আলোচনা করো

মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম চিত্র হল স্বাধ আর সাধ্যের লড়াই। বিশ্বায়ণ আমাদের চোখের সামনে অনেক কিছুই পোঁছে দিয়েছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত মন হাতের নাগালেই পেতে চায়। এভাবেই শুরু হয় সামর্থ ও বাসনার দ্বন্দ্ব। সেই সঙ্গে কাজ করে সময়ের চপেটাঘাত। গল্পকার রমাপদ চৌধুরী এ বিষয়টি তাঁর বহু গল্পে তুলে ধরেছেন। যেমন— ডাইনিং টেব্‌ল, উদয়াস্ত, রত্নকূট, সহযোগ, কুসীদাশ্রিত, দুধের স্বাদ প্রভৃতি। আমাদের আলোচ্য 'ডাইনিং টেব্‌ল' গল্পে স্বাধ ও সাধ্যের জোড়া লাগাতে গিয়ে কীভাবে পরিবারের ভাঙন নেমে আসে তার চিত্র দেখতে পাবো।

আধুনিক সভ্যতা একদিকে যেমন আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র দিয়েছে, সেই সঙ্গে দেখিয়েছে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের চিত্রও। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস হোক কিংবা রমাপদ চৌধুরীর গল্প; আমাদের এ ভাবনাকেই স্পষ্ট করে। আলোচ্য গল্পে পরিবারের ভাঙনের চিত্র দেখি পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে দুটো রুমের ফ্লাট ঘরে চলে আসা। ঘর বদল নানা কারণেই হতে পারে। তা হওয়া স্বাভাবিকও। কিন্তু আমরা যখন গল্পে দেখি চার বৌ এর মধ্যে গৃহযুদ্ধই একমাত্র কারণ। তখন একান্নবর্তী পরিবার ভাঙনের করুণ ছবিই ভেসে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ভাঙনের কেন্দ্রে থাকে আত্মকেন্দ্রিকতা। যদিও ঘর ভাঙনের ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তবুও তার দেখা পাওয়া গিয়েছে বুড়িকে একপরিবারে অরুণার না রাখতে চাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশে। অনিচ্ছার বদল ঘটে। গল্পকথক স্ত্রী-সন্তান ও ভাগ্নী তথা বুড়িকে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তোলে। কিন্তু একদিন অতুলবাবুদের বাড়িতে ডাইনিং টেব্‌ল-এ খাওয়ার পর নিজেদের পুরোনো ইচ্ছে জেগে ওঠে। এখান থেকেই গল্পের নতুন পর্ব শুরু হয়।

গল্পকথকের মধ্যে আমরা একান্নবর্তী পরিবার রক্ষার প্রবণতা লক্ষ করি। এ চিত্র আমরা পাই বুড়িকে পরিবারের সঙ্গে রাখার প্রচেষ্টায়, এমন কি ডাইনিং টেব্‌ল কেনা এবং না-কেনার ইচ্ছে প্রকাশের সময়ও। গল্পে দেখি—'বড়দা মেজদা এমনিতেই এসব পছন্দ করতো না, তার ওপর জ্যাঠামশাই এসে হয়তো বলবেন, কি রে , সাহেব হয়ে গেলি যে সব, জ্যাঠাইমা ছোঁয়া বাঁচিয়ে বলবেন, ছি ছি, টেবিল সকড়ি করছিস, জাতজন্ম... এইসব ভয়েই ও পথে যাইনি।' আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে শুধু কি ভয়? গল্প কথক তো শিশু নয়। যে নিজে চাকরি করে, দুই সন্তান সহ স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক থাকে; সে কি একটা ডাইনিং টেব্‌ল কিনতে তাদের ভয় পাবে, যারা তার সঙ্গে থাকে না। আসলে ভয় নয়, এ এক ধরনের শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা গুরুজনদের প্রতি, শ্রদ্ধা সংস্কারের প্রতি। তাই ডাইনিং টেবিল কেবল এরিয়ারের টাকা পাওয়ার ওপেক্ষায় আটকে থাকেনি ; আটকে ছিল মানসিক রূপান্তরের অপেক্ষাতেও। তাই ডাইনিং টেবিল কেনার ইচ্ছে প্রকাশের মধ্যে ধরা পড়েছে সে চিত্র—

ক) 'মাঝে মাঝে তাই মনে হয়েছে কিনেই ফেলি। এই তো অতুলবাবুরা কত দূরে দূরে ছিলেন, একটা দিনে গল্পগুজব করে কত কাছের লোক হয়ে গেলেন।'

খ) '—অথচ একটা ডাইনিং টেব্‌ল থাকলে দিব্যি মাঝে মাঝে একে-ওকে নেমন্তন্ন করা যেত। যারা দূরে সরে যাচ্ছে তাদের আমাদের কাছে আনা যেত।'

— অবশ্য এই রূপান্তরিত ভাবনার পেছনে আরো একটি কারণ বর্তমান। বাসন মাজার ঠিকে ঝি না বলে মাঝে মধ্যেই তিন-চার দিন কামাই করে। তখন অরুনার মেজাজি রূপ ধরা পড়ে এভাবে—'ওঠবোস করতে করতে কোমরে ব্যথা হয়ে যায়, সে আর ও কি বুঝবে। মেঝেতে ন্যাতা বুলোতে হত দুবার করে, তখন বুঝত।' তখন বুড়ির পরামর্শই গ্রহণযোগ্য মনে হয়—'একটা ডাইনিং টেবিল কিনে ফেল ছোটোমামা। কত সুবিধে বল তো। কাঁচের প্লেটে খাবে, ভিম দিয়ে ধুয়ে নেবে, ব্যস্। কারও তোয়াক্কা করতে হবে না।' এই সমস্ত কারণের সংমিশ্রনে বাড়িতে ডাইনিং টেব্‌ল আসে। অনেক কষ্টে রাখার জায়গা করে 'বেশ লাগল

Download Free Notes From www.banglasahitya.in

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে।' কিন্তু এর পর? অনভস্ত জীবন অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বেই জ্যাঠামশাইয়ের কাঁচের গ্লাস ভাঙা, বুড়ির পড়া শেষে স্থানান্তর হওয়া, সন্তানের অনির্দিষ্ট সময়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া অনাকাক্ষিত এক পরিবারের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। যেখানে ধরা পড়ে—' আমরা কেউ কোন কথা বলি না। চুপচাপ দুজনে খাচ্ছি তো খাচ্ছি। খাওয়া যেন শুধুই খাওয়া। ... হাতা আর চামচের ঠুংঠাং কিংবা জলের গ্লাস নামানোর ঠ্ক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ হয় না।'

এভাবেই ভেঙে যেতে দেখা যায়— ডাইনিং টেবিল কেন্দ্রিক শখ ও আহ্লাদের চিত্র। শুধু তাই নয়, ভেঙে যায় পরিবারের শান্তির পরিকাঠামোও। জায়গা সঙ্কুলানে অরুনার সমাধান বড়ো ফ্লাট। কিন্তু বড়ো ফ্লাটের স্বাধ আর মধ্যবিত্তের সাধ্য সমান্তরাল রেখায় চলে না। তাই নির্জীব খাওয়া ছাড়া সজীব প্রাণ দুটির প্রাণময়তা হারিয়ে দেয় সাধের ডাইনিং টেবিল। বরং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ির আগমন পরিবারে যে আনন্দ দিয়েছিল এবং তার চলে যাওয়া যে নিরানন্দ দিয়েছে— তা একথাই প্রমাণ করে, শান্তি কেনা যায় না। তাই ফ্লাটের কথা মনে পড়বে, যা কেনা হয়নি, অতুলবাবুদের কথা মনে পড়বে, যাদের ডাকা হয়ে ওঠেনি; সেই সঙ্গে মনে পড়বে বুড়ির সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে মেঝেতে খেতে বসা, মনে পড়বে জ্যাঠামশাইয়ের শাশুড়ির নিজের হাতে বোনা উলের নকশা কাটা নরম আসন। হয়তো মনে পড়েছিল গল্পকথকেরও, তাই বলে ওঠে 'ধুৎ। এর চেয়ে মেঝেয় বসে খাওয়াই ভালো ছিলো।' কারণ ছোটো ঘরের মধ্যে চলতে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে ধাক্কা লাগার পর মনে হয়— ফ্লাটটা যেন ওরাই ভাড়া নিয়েছে, মালিক সব উদ্বাস্তু। বাচ্চা ছেলে জয়ও হাসতে লাগলো এই দুরাবস্থা দেখে। এ হাসি কেবল হাসি হয়ে থাকলো না, মধ্যবিত্তের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে দোলাচলতাকে সজোরে লাথি মারলো।

Download Free Notes From www.banglasahitya.in